ঊনবিংশতি অধ্যায়

পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁরা মনোধর্মী জ্ঞানের অনুশীলন করেন, কীভাবে তাঁরা সেই পদ্ধতি কালক্রমে পরিত্যাগ করেন, পক্ষান্তরে শুদ্ধভক্ত ভগবৎ-সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন। এছাড়া যম আদি বিভিন্ন যৌগিক অনুশীলনের বর্ণনাও এখানে করা হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলেছেন, "যে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানী, যিনি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন, তিনি, স্বপ্নময় এই জগৎ এবং এই জগতে উপভোগ করবার সুবিধার্থে উদ্দিষ্ট তথাকথিত জ্ঞানানুশীলন এসবই পরিত্যাগ করেন। তার পরিবর্তে তিনি স্বয়ং সর্বেশ্বর পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রীতি বিধানের চেষ্টায় ব্রতী হন। একেই বলে শুদ্ধ ভক্তিযোগ। দিব্য জ্ঞান হচ্ছে, মন্ত্র উচ্চারণ আদি সমস্ত পুণ্যকর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার শুদ্ধভক্তি হচ্ছে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

এরপর উদ্ধবের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে দিব্য জ্ঞান এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। তাতে পরম বৈষ্ণব ভীষ্মদেব এ বিষয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির মহারাজকে যে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তার উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর যম এবং অন্যান্য যৌগিক অনুশীলন সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তখন ভগবান অহিংসাদি দ্বাদশ প্রকারের যম, এবং দৈহিক পরিচ্ছন্নতা আদি দ্বাদশ প্রকারের নিয়মের তালিকা প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্নানুমানিকঃ ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যঃ**—যে; **বিদ্যা**—উপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা; **শ্রুত**—এবং প্রাথমিক শাস্ত্রীয় জ্ঞান; **সম্পন্নঃ**—সম্পন্ন; **আত্মবান্**—আত্ম উপলব্ধ; **ন**—না; **আনুমানিকঃ**—নির্বিশেষ জল্পনায় রত; **মায়া**—মায়া; **মাত্রম্**—মাত্র; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **জ্ঞানম্**—এইরূপ জ্ঞান এবং তা লাভের উপায়; **চ**—এবং; **ময়ি**—আমাতে; **সংন্যসেৎ**—শরণাগত হওয়া উচিত।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন—যে আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি, জ্ঞানে উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য শাস্ত্র অনুশীলন করেছে এবং নির্বিশেষবাদের জল্পনা কল্পনা পরিত্যাগ করে উপলব্ধি করেছে যে, জড় ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে কেবলই মায়া, তার উচিত তার সেই জ্ঞান এবং জ্ঞানলাভের পন্থাসহ আমার নিকট আত্মসমর্পণ করা।

তাৎপর্য

মায়ামাত্রম্ ইদং জ্ঞাত্বা বলতে বোঝায়, নিত্য আত্মা এবং নিত্য পুরুষোত্তম ভগবান সকলেই জড় জগতের ক্ষণস্থায়ী গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই জ্ঞান। *বিদ্যাশ্রুত সম্পন্ন* বলতে বোঝায়, জ্ঞানে উদ্ভাসিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই কেবল আমাদের বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন করা উচিত, এবং তা অলৌকিকতা প্রদর্শন, বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন অথবা নির্বিশেষবাদী জল্পনা কল্পনার জন্য নয়। মায়ার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরমেশ্বর ভগবানে স্থানান্তরিত করে, দার্শনিক নেতিবাচক পদ্ধতিও ভগবানের নিকট সমর্পণ করা উচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন যে, বিপদের সময় রাজা সাধারণ প্রজাদেরকেও অস্ত্রধারণ করান। কিন্তু যুদ্ধজয়ের পর, প্রজারা সেই সমস্ত অস্ত্র রাজার নিকট ফিরিয়ে দেয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—কোন না কোন ভাবে জীবকে জড় মায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে, যেহেতু সেই মায়া তাকে অনাদি কাল থেকে আবৃত করে রেখেছে। মায়া সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে, বাসনা শূন্য এবং বৈরাগ্য অর্জনের জন্য যোগ পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে সে নিজেকে জড় অজ্ঞতার ঊর্ধ্বে উপনীত করতে পারে। একবার যদি কেউ দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, তবে তাঁর মায়া সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান লাভের পন্থা এই উভয়েরই আর কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ থাকে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উদাহরণ দিয়েছেন যে, কোন মানুষ হয়ত সর্প বা ব্যাঘ্র রূপী ভূতের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি আক্রান্ত থাকে, সে চিন্তা করে, "আমি একটি সাপ" অথবা "আমি একটি বাঘ", তখন তাকে ভৌতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য গ্রহরত্ন, মন্ত্র অথবা গাছগাছড়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি ভূতের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়, সে পুনরায় চিন্তা করে, "আমি শ্রীযুক্ত অমুক, শ্রীযুক্ত অমুকের পুত্র", এবং সে তার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। তখন তার গ্রহরত্ন, মন্ত্র এবং গাছগাছড়ার কোন প্রয়োজন থাকে না। এই শ্লোকে *বিদ্যা* শব্দটিকে এইভাবে বোঝানো হয়েছে, যে জ্ঞান দার্শনিক

বিশ্লেষণ, যোগ, তপস্যা এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। জড় জগৎ যে ক্ষণস্থায়ী এবং মায়াময়—এই জ্ঞান অজ্ঞতা দূর করে, তাই জীবকে এইরূপ জ্ঞানের প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য অনেক বৈদিক শাস্ত্র রয়েছে। ক্রমে সেই ব্যক্তি জড়দেহ ও মন এবং সেই সঙ্গে দেহ ও মনের সঙ্গে কার্যকারী জড় বস্তুর সঙ্গে তার মিথ্যা পরিচিতি সকল ত্যাগ করেন। এইরূপ সংশোধনাত্মক জ্ঞান অর্জন করে, তাঁর উচিত পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হয়ে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হওয়া। তিনি যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন মায়ার এত সমস্ত বিবরণের প্রতি তাঁর কদাচিৎ কোনও আগ্রহ থাকে, এবং ধীরে ধীরে তিনি চিন্ময় জগতে উন্নীত হন।

শ্লোক ২

জ্ঞানিনস্ত্বহমেবেষ্টঃ স্বার্থো হেতুশ্চ সম্মতঃ ।
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ নান্যোঽর্থো মদৃতে প্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

জ্ঞানিনঃ—আত্ম উপলব্ধ-জ্ঞানী দার্শনিকের; **তু**—বস্তুত; **অহম্**—আমি; **এব**—একমাত্র; **ইষ্টঃ**—পূজ্য; **স্ব-অর্থ**—জীবনের ঈপ্সিত লক্ষ্য; **হেতুঃ**—জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পদ্ধতি; **চ**—এবং; **সম্মতঃ**—সিদ্ধান্ত; **স্বর্গঃ**—সর্বসুখের কারণ স্বর্গে উপনীত হয়ে; **চ**—এবং; **এব**—বাস্তবে; **অপবর্গঃ**—সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি; **চ**—এবং; **ন**—না; **অন্যঃ**—অন্য কোন; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **মৎ**—আমাকে; **ঋতে**—ব্যতীত; **প্রিয়ঃ**—প্রিয় বস্তু।

অনুবাদ

বিদ্বান আত্ম-উপলব্ধ দার্শনিকের একমাত্র উপাস্য, তাদের জীবনের ঈপ্সিত লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি এবং সমস্ত জ্ঞানের অন্তিম সিদ্ধান্ত হচ্ছি আমি। বস্তুত আমি যেহেতু তাদের সুখ এবং দুঃখ মুক্তির কারণ, তাই এরূপ বিদ্বান ব্যক্তিদের জীবনে আমি ছাড়া আর কোনও কার্যকরী উদ্দেশ্য বা প্রিয় বস্তু নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে জ্ঞানের দ্বারা জড় জগতকে মায়া রূপে দর্শন করা হয়, সেই জ্ঞানকে অন্তিমে তাঁরই নিকট সমর্পণ করা উচিত। জড় আসক্তি জীবের জন্য অবশ্যই একটি সমস্যা, যেহেতু তা হচ্ছে আত্মার ব্যাধি-স্বরূপ। যে ব্যক্তি চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছে সে সেই মারাত্মক ঘাগুলি চুলকানোর মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী উপশম লাভ করে। সে যদি সেগুলি না চুলকায় তবে প্রচণ্ড

কষ্ট পায়, কিন্তু চুলকানোর মাধ্যমে যদিও সে তাৎক্ষণিক আনন্দ লাভ করে, তার চুলকানি বর্ধিত হওয়ার ফলে পরক্ষণেই তাকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। চর্মরোগ চুলকানো নয়, বরং তা থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়। বদ্ধ জীবেরা অনেক প্রকার মায়াসম্ভূত বাসনার দ্বারা হয়রান হয়, এবং হতাশায় তারা তখন অবৈধ যৌনসঙ্গ, মাংসাহার, দ্যূতক্রীড়া এবং মাদক দ্রব্য গ্রহণরূপ চুলকানির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে চেষ্টা করে। এছাড়াও তারা জড় জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসার মাধ্যমে তার উপশমের চেষ্টা করে, কিন্তু তার ফল হয় অসহ্য যন্ত্রণা। প্রকৃত সুখ হচ্ছে জড় বাসনার চর্মরোগকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত করা। জড় বাসনা যেহেতু আত্মার ব্যাধি, আমাদের উচিত সেই ব্যাধিকে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করার জন্য জ্ঞান অর্জন করা। যতক্ষণ কেউ ব্যাধিগ্রস্থ থাকে, ততক্ষণই কেবল তার নিকট এরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যখন সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়, তখন এরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার আর কোন আগ্রহ থাকে না। সেই সমস্ত জ্ঞান তখন কেবলমাত্র চিকিৎসকের নিকট মূল্যবান। তদ্রূপ, কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত স্তরে, আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির কথা সর্বদা চিন্তা না করে, প্রেমভক্তি সহকারে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের শ্লোকগুলিতে উপদেশ প্রদান করেছেন যে, মায়ার কলাকৌশলগত জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির সমাধান করা উচিত। এইরূপ সমস্যা সমূহের বিষয়ে নিরন্তর মনোনিবেশ পরিত্যাগ করে, আমরা ভগবানকে ভালবাসতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ গুরুদেবের মাধ্যমে হৃদয়ের অভ্যন্তরে এবং বাইরে থেকে প্রতিটি নিষ্ঠাবান ভক্তকে পরিচালিত করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে জড় বস্তুর প্রতি অযৌক্তিক আসক্তি পরিত্যাগ করতে শিক্ষা প্রদান করেন। এইরূপ মুক্তস্তরে উপনীত হলে, ভক্ত চিন্ময় জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, তা পুনঃস্থাপনের জন্য দৃঢ়নিষ্ঠ হন।

কেউ হয়তো অনর্থক চিন্তা করতে পারে যে, ঠিক যেমন উন্নত স্তরে উপনীত হলে ভক্ত মায়া বিষয়ক বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের কলাকৌশলের উপর মনোনিবেশ করা বন্ধ করে দেন, তেমনই কোন এক পর্যায়ে জীব ভগবানের প্রতি তার প্রেমময়ী সেবাও পরিত্যাগ করতে পারে, এইরূপ মনগড়া ধারণার নিরসন করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়েছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যথার্থ জ্ঞানী মানুষের চিরন্তন পরমগতি। বস্তুত এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান পণ্ডিত হচ্ছেন চতুঃকুমার—যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের একমাত্র উপাস্য রূপে গ্রহণ

করেছেন। তাঁরা যে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অংশ, এই সত্য আবিষ্কার করার ফলে তাঁরা সকাম কর্ম এবং মনোধর্মের প্রতি আর আগ্রহী নন। যে সমস্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তের জীবনে ভগবান ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা প্রেমাস্পদ নেই, তাঁদেরকে উদ্বেগ থেকে মুক্ত করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য আনন্দ প্রদান করেন।

শ্লোক ৩

জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম ।
জ্ঞানী প্রিয়তমোহতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্তিমাম্ ॥ ৩ ॥

জ্ঞান—শাস্ত্রজ্ঞানে; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধ পারমার্থিক জ্ঞান; **সংসিদ্ধাঃ**—সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ; **পদম্**—পাদপদ্ম; **শ্রেষ্ঠম্**—পরম লক্ষ্য; **বিদুঃ**—তারা জানে; **মম**—আমার; **জ্ঞানী**—বিদ্বান পারমার্থবাদী; **প্রিয়তমঃ**—পরম প্রিয়; **হতঃ**—এইভাবে; **মে**—আমাতে; **জ্ঞানেন**—পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারা; **অসৌ**—সেই বিদ্বান ব্যক্তি; **বিভর্তি**—বজায় রাখে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

যারা দার্শনিক এবং উপলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছে তারা আমার পাদপদ্মকে পরম দিব্যবস্তু রূপে উপলব্ধি করে। এইভাবে বিদ্বান পারমার্থবাদী আমার নিকট পরম প্রিয় এবং সিদ্ধজ্ঞানের মাধ্যমে আমার প্রীতিবিধান করে থাকে।

তাৎপর্য

পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম (আমার পাদপদ্মকে সর্বোত্তম রূপে জেনে) এই বাক্যটির দ্বারা *সংসিদ্ধাঃ*, অথবা সম্পূর্ণ সিদ্ধ দার্শনিক পর্যায় থেকে নির্বিশেষবাদী দার্শনিকদের বিশেষরূপে পৃথক করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে যেসব পারমার্থিক পণ্ডিতদের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন—চতুষ্কুমার, শুকদেব গোস্বামী, শ্রীব্যাসদেব, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। তেমনই *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৭-১৮) বলেছেন—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্ অহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

"এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কেননা আমি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥

"এই সকল ভক্তেরা সকলেই নিঃসন্দেহে মহাত্মা, কিন্তু যে জ্ঞানী আমার তত্ত্বজ্ঞানে অধিষ্ঠিত, আমার মতে তিনি আমার আত্মস্বরূপ। আমার অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়ে তিনি সর্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাকে লাভ করেন।"

জ্ঞান কথাটির অর্থ হচ্ছে সত্যের অনুমোদিত দার্শনিক এবং বিশ্লেষণাত্মক অনুভূতি, এবং বিশুদ্ধ চেতনার দ্বারা যখন এই জ্ঞান স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়, তখন তার ফলস্বরূপ ধারণাগত অভিজ্ঞতাকে বলা হয় বিজ্ঞান। মনগড়া নির্বিশেষ জ্ঞান জীবের হৃদয়কে পবিত্র করে না, বরং তাকে পরমেশ্বর ভগবানের বিস্মৃতির গভীরতম প্রদেশে নিক্ষেপ করে। পিতা যেমন তাঁর পুত্রের শিক্ষার জন্য সর্বদা গর্বিত বোধ করেন, ঠিক তদ্রূপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেন যে, জীবেরা গভীরভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে ভগবদ্ধাম, গোলোক-বৃন্দাবনে গমন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত সুখ লাভ করেন।

শ্লোক ৪

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরানি চ ।
নালং কুর্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা ॥ ৪ ॥

তপঃ—তপস্যা; তীর্থম্—তীর্থ ভ্রমণ; জপঃ—নিঃশব্দ প্রার্থনা; দানম্—দান; পবিত্রাণি—পুণ্যকর্ম; ইতরানি—অন্যান্য; চ—ও; ন—না; অলম্—একই পর্যায়ে পর্যন্ত; কুর্বন্তি—প্রদান করে; তাম্—এই; সিদ্ধিম্—সিদ্ধি; যা—যা; জ্ঞান—পারমার্থিক জ্ঞানের; কলয়া—অংশের দ্বারা; কৃতা—প্রদান করা হয়।

অনুবাদ

পারমার্থিক জ্ঞানের স্বল্পমাত্র অনুশীলনের দ্বারা যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় তা তপশ্চর্যা, পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ, নিঃশব্দে জপ, দান অথবা পুণ্যকর্মের ফলও তার সমকক্ষ নয়।

তাৎপর্য

জ্ঞান শব্দটি এখানে সূচিত করে যে, সমস্ত কিছুরই উপর ভগবানের একচ্ছত্র আধিপত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা, এবং এই উপলব্ধ জ্ঞান হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান হতে অভিন্ন। পূর্ব শ্লোকে *পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম* বাক্যে ভগবান যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তা প্রমাণিত হয়েছে। কেউ হয়ত গর্বভরে অথবা জড় উদ্দেশ্য নিয়ে তপশ্চর্যা অথবা তীর্থ ভ্রমণ করতে পারে; তদ্রূপ কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার বিকৃত, ভণ্ড, এবং এমনকি আসুরিক উদ্দেশ্য নিয়েও ভগবানের জন্য মন্ত্র জপ, দান অথবা অন্যান্য বাহ্যিক পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে, সবার উর্ধ্বে, এই উপলব্ধ

জ্ঞান হচ্ছে চিন্ময় জগতের সঙ্গে প্রকৃত সংযোগ সূত্র, এবং কেউ যদি এই পবিত্র ধারণা বজায় রাখেন, তবে তিনি ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ স্তরের বৈকুণ্ঠ চেতনায় বা ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ৫

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ ॥ ৫ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **জ্ঞানেন**—জ্ঞান; **সহিতম্**—সহ; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **স্ব-আত্মানম্**—তুমি নিজে; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **জ্ঞান**—বৈদিক জ্ঞানে; **বিজ্ঞান**—এবং স্পষ্ট উপলব্ধি; **সম্পন্নঃ**—লাভ করে; **ভজ**—ভজনা কর; **মাম্**—আমাকে; **ভক্তি**—প্রেমভক্তির; **ভাবতঃ**—ভাবে।

অনুবাদ

অতএব প্রিয় উদ্ধব, জ্ঞানের মাধ্যমে যথার্থ আত্ম-উপলব্ধি লাভ করে তোমার উচিত বৈদিক জ্ঞানের স্পষ্ট উপলব্ধির মাধ্যমে প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করা।

তাৎপর্য

জ্ঞান শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবের প্রকৃত চিন্ময় রূপের উপলব্ধ জ্ঞান। প্রতিটি জীবের এক একটি নিত্য চিন্ময় রূপ রয়েছে। সেটি যথার্থ কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। নিজের চিন্ময় ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে *জ্ঞাত্বা স্বাত্মানম্* কথাটি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তার দ্বারা সূচিত করে যে, প্রতিটি জীব ভগবদ্ধামেই কেবল স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রূপে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ৬

জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি ।
সর্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্ ॥ ৬ ॥

জ্ঞান—বৈদিক জ্ঞানের; **বিজ্ঞান**—পারমার্থিক জ্ঞানালোক; **যজ্ঞেন**—যজ্ঞের দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **ইষ্ট্বা**—উপাসনা করে; **আত্মানম্**—প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা; **আত্মনি**—তাদের নিজের মধ্যে; **সর্ব**—সকলের; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **পতিম্**—প্রভু; **মাম্**—আমাকে; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **সংসিদ্ধিম্**—পরম সিদ্ধি; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **অগমন্**—লাভ হয়েছে।

অনুবাদ

পূর্বে মুনিগণ বৈদিক জ্ঞান যজ্ঞ এবং পারমার্থিক জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রত্যেকের হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে জেনে, তাদের অন্তরে তারা আমার উপাসনা করেছে। এইভাবে আমার নিকট উপনীত হয়ে, এই সমস্ত মুনিগণ পরম সিদ্ধি লাভ করেছে।

শ্লোক ৭

ত্বয্যুদ্ধবাশ্রয়তি যস্ত্রিবিধো বিকারো
মায়ান্তরাপততি নাদ্যপবর্গয়োর্যৎ ।
জন্মাদয়োঽস্য যদমী তব তস্য কিংস্যু-
রাদ্যন্তয়োর্যদসতোঽস্তি তদেব মধ্যে ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি—তোমার মধ্যে; উদ্ধব—হে উদ্ধব; আশ্রয়তি—আশ্রয় গ্রহণ করে; যঃ—যে; ত্রি-বিধঃ—তিনটি বিভাগে, প্রকৃতির গুণ অনুসারে; বিকারঃ—(জড় দেহ ও মন, যা হওয়া উচিত) প্রতিনিয়ত পরিবর্তন; মায়া—মায়া; অন্তরা—বর্তমানে; আপততি—হঠাৎ আবির্ভূত হয়; ন—না; আদি—শুরুতে; অপবর্গয়োঃ—শেষেও নয়; যৎ—যখন; জন্ম—জন্ম; আদয়ঃ—ইত্যাদি (বৃদ্ধি, উৎপাদন, স্থিতি, ক্ষয় এবং মৃত্যু); অস্য—দেহের; যৎ—যখন; অমী—এই সকল; তব—তোমার সম্পর্কে; তস্য—তোমার সঙ্গে পারমার্থিক সম্পর্কে; কিম্—কি সম্পর্ক; স্যুঃ—তাদের থাকতে পারে; আদি—শুরুতে; অন্তয়োঃ—এবং শেষে; যৎ—যেহেতু; অসতঃ—যার অস্তিত্ব নেই; অস্তি—আছে; তৎ—সেই; এব—বস্তুত; মধ্যে—কেবল মধ্যে, বর্তমানে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সমন্বিত জড় দেহ ও মন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, কিন্তু এরা যেহেতু কেবল বর্তমানে আবির্ভূত হয়, এদের শুরু বা শেষে কোনও অস্তিত্ব নেই, তাই বাস্তবে এসবই মায়া। তা হলে জন্ম, বৃদ্ধি, সন্তানাদি উৎপাদন, স্থিতি, ক্ষয় এবং মৃত্যু দেহের বিভিন্ন পর্যায় কিভাবে তোমার নিত্য আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, তা কিভাবে সম্ভব? এই সমস্ত পর্যায় কেবল তোমার জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত, এরা পূর্বে ছিল না এবং অন্তিমেও থাকবে না। দেহ কেবল বর্তমানেই থাকে।

তাৎপর্য

একটি উদাহরণ প্রদান করা যায়, বনের মধ্যে দড়ি দেখে কেউ তাকে সাপ বলে ভুল করতে পারে। এইরূপ অনুভূতি হচ্ছে মায়া, যদিও বাস্তবে দড়ির অস্তিত্ব

রয়েছে আবার অন্য কোথাও সাপের অস্তিত্বও বর্তমান। এইভাবে একটি বস্তুর সঙ্গে আর একটি বস্তুর মিথ্যা পরিচিতিকেই বলে মায়া। জড় দেহ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য অবস্থান করে আর তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। অতীতে দেহ ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও তার অস্তিত্ব থাকবে না; তা কেবল তথাকথিত বর্তমান কালে ক্ষণস্থায়ী, তাৎক্ষণিক অস্তিত্ব উপভোগ করে। আমরা যদি মিথ্যা মিথ্যা জড় দেহ আর মন রূপে আমাদের পরিচয় প্রদান করি, তার মাধ্যমে আমরা মায়া সৃষ্টি করছি। যে ব্যক্তি নিজেকে একজন আমেরিকান, রাশিয়ান, চীনা, মেক্সিকান, সাদা বা কালো, পুরুষ বা স্ত্রী, সাম্যবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী, ইত্যাদি পরিচয় প্রদান করে, উপাধি গ্রহণ করে, এবং মনে করে যে, সেটিই তার স্থায়ী পরিচয়, তবে সে নিশ্চয় গভীরভাবে মায়াতে রয়েছে। তাকে একটি ঘুমন্ত মানুষ, যে স্বপ্নে দেখে যে, ভিন্ন একটি শরীরে সে কাজ করছে, তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। পূর্ব শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন যে, পারমার্থিক জ্ঞানই হচ্ছে পরম সিদ্ধি লাভের পন্থা, এবং এখন ভগবান সেই জ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ৮

শ্রীউদ্ধব উবাচ

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যথৈতদ্-
বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণম্ ।
আখ্যাহি বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্তে
ত্বদ্ভক্তিযোগং চ মহদ্বিমৃগ্যম্ ॥ ৮ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **বিশুদ্ধম্**—দিব্য; **বিপুলম্**—বিস্তারিত; **যথা**—ঠিক যেমন; **এতৎ**—এই; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তি; **বিজ্ঞান**—এবং সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি; **যুতম্**—যুক্ত; **পুরাণম্**—মহান দার্শনিকদের মধ্যে চিরাচরিত; **আখ্যাহি**—অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন; **বিশ্ব-ঈশ্বর**—হে বিশ্বেশ্বর; **বিশ্ব-মূর্তে**—হে বিশ্বমূর্তি; **ত্বৎ**—তোমাকে; **ভক্তি-যোগম্**—প্রেমভক্তিযুক্ত সেবা; **চ**—এবং; **মহৎ**—মহাত্মাদের দ্বারা; **বিমৃগ্যম্**—অন্বেষণ করা।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্তে! অনুগ্রহ করে সেই জ্ঞানের কথা বর্ণনা করুন, যা আপনা হতেই বৈরাগ্য এবং সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রদান করে, যা দিব্য, এবং যা পারমার্থিক মহান দার্শনিকগণের নিকট চিরাচরিত। আপনার প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত সেবামূলক এই জ্ঞান মহান ব্যক্তিগণ অন্বেষণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

যাঁরা জড় অস্তিত্বের অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম তাঁদের বলা হয় মহৎ, অথবা মহাপুরুষ। আপেক্ষিক বিষয়, যেমন মহাজাগতিক চেতনা অথবা মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণ এইরূপ মহাত্মাদের ভগবানের প্রতি মনোনিবেশকে বিঘ্নিত করতে পারে না। উদ্ধব এখন মহাপুরুষগণের চিরাচরিত লক্ষ্য বস্তু, নিত্যধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছুক।

শ্লোক ৯

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥ ৯ ॥

তাপ—ক্লেশের দ্বারা; ত্রয়েণ—ত্রিবিধ; অভিহতস্য—বিহ্বলব্যক্তির; ঘোরে—ভয়ঙ্কর; সন্তপ্যমানস্য—নির্যাতিত; ভব—জড় অস্তিত্বের; অধ্বনি—পথে; ঈশ—হে প্রভু; পশ্যামি—আমি দেখি; ন—একটিও না; অন্যৎ—অন্য; শরণম্—আশ্রয়; তব—আপনার; অঙ্ঘ্রি—পাদপদ্ম; দ্বন্দ্ব—যুগল; আতপত্রাৎ—ছত্রব্যতীত; অমৃত—অমৃতের; অভিবর্ষাৎ—বর্ষণ।

অনুবাদ

প্রিয় প্রভু, যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যুর চক্রে ভয়ঙ্কর ভাবে নির্যাতিত হয়ে ত্রিতাপ দ্বারা প্রতিনিয়ত বিহ্বল হয়ে পড়ছে, তাদের জন্য উপাদেয় অমৃত বর্ষণকারী ছত্রের ন্যায় শান্তিপ্রদ আপনার চরণযুগল ব্যতীত আর কোন আশ্রয় লক্ষিত হয় না।

তাৎপর্য

উদ্ধবের উচ্চ বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বার বার দিব্য জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করার জন্য আদেশ করেছেন। কিন্তু ভগবান তাঁকে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করেছেন যে, এই জ্ঞানের দ্বারা তিনি যেন ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার পর্যায়ে উপনীত হন, অন্যথায় তার কোনও মূল্য নেই। এই শ্লোকে উদ্ধবের কথার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তির সাদৃশ্য রয়েছে যা হচ্ছে, তাঁর পাদপদ্মে শরণাগত হয়েই কেবল যথার্থ সুখ লাভ করা যায়। যখন ভগবানের অবতার পৃথু মহারাজের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল, তখন বায়ুদেব তাঁকে এমন একখানি ছত্র উপহার দিয়েছিলেন যে, তা থেকে প্রতিনিয়ত অত্যন্ত ক্ষুদ্র জলকণা বিচ্ছুরিত হত। তদ্রূপ, ভগবানের পদযুগলকে এখানে সেই অপূর্ব ছত্রের সঙ্গে তুলনা করা

হয়েছে, যা থেকে প্রতিনিয়ত উপাদেয় অমৃতকণা অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত উৎপন্ন হয়। সাধারণত, মনোধর্মী বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের সমাপ্তি হয় পরমসত্যের এক নির্বিশেষ ধারণার মাধ্যমে, কিন্তু এই নির্বিশেষ পারমার্থিক অস্তিত্বে বিলীন হওয়ার তথাকথিত আনন্দকে কৃষ্ণভাবনামৃতের আনন্দের সঙ্গে কখনই তুলনা করা চলে না, শ্রীউদ্ধব এখানে সেই কথাই বলেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বজীবের পরম আশ্রয়, তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের মধ্যে যথার্থ জ্ঞান আপনা থেকেই সম্বলিত থাকে। *অভিহতস্য* এবং *অভিবর্ষাৎ* শব্দ দুটি এই শ্লোকে গুরুত্বপূর্ণ। *অভিহতস্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি প্রতিনিয়ত সমস্ত দিক থেকে জড়া-প্রকৃতির আঘাতে পরাজিত হচ্ছেন, পক্ষান্তরে, *অভিবর্ষাৎ* শব্দটির অর্থ, বদ্ধ দশা থেকে উৎপন্ন সমস্ত সমস্যার নিরসনকারী অমৃত বর্ষণ করা। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমাদের জড় দেহ এবং এই মূর্খ জড় মনের উর্ধ্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগল থেকে যে আনন্দময় অমৃত ধারা অসীম মাত্রায় বর্ষিত হচ্ছে, তা লক্ষ্য করা উচিত। তাহলে আমাদের প্রকৃত সৌভাগ্যের সূচনা হবে।

শ্লোক ১০

দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলেঽস্মিন্
কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্ ।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াপবর্গ্যৈ-
র্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব ॥ ১০ ॥

দষ্টম্—দংশিত; **জনম্**—ব্যক্তি; **সম্পতিতম্**—হতাশায় নিমজ্জিত; **বিলে**—অন্ধকার গর্তে; **অস্মিন্**—এই; **কাল**—কালের; **অহিনা**—সর্পের দ্বারা; **ক্ষুদ্র**—নগণ্য; **সুখ**—সুখ লাভ করে; **উরু**—প্রচণ্ড; **তর্ষম্**—আকাঙ্ক্ষা; **সমুদ্ধর**—উদ্ধার করুন; **এনম্**—এই ব্যক্তি; **কৃপয়া**—আপনার অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **অপবর্গ্যৈঃ**—যা মুক্তিতে উপনীত করে; **বচোভিঃ**—আপনার বাক্যের দ্বারা; **আসিঞ্চ**—অনুগ্রহ করে বর্ষণ করুন; **মহা-অনুভাব**—হে মহানুভব।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, অনুগ্রহ পূর্বক এই জড় অস্তিত্বের অন্ধকার গর্তে পতিত কালরূপ সর্পের দ্বারা দংশিত হতাশ জীবকে কৃপাপূর্বক উদ্ধার করুন। তার এরূপ ঘৃণ্য অবস্থা সত্ত্বেও, এই হতভাগ্য জীব নগণ্যতম জড় সুখ আস্বাদন করার জন্য অত্যধিক আগ্রহী। হে প্রভু, আপনার চিন্ময় মুক্তি প্রদানকারী উপদেশামৃত বর্ষণ করে অনুগ্রহ পূর্বক আমায় রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

অভক্তদের দ্বারা একান্ত বাঞ্ছিত, জড়-জাগতিক জীবনকে এখানে বিষাক্ত সর্পে পূর্ণ অন্ধকার গর্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জড়-জাগতিক জীবনে মানুষের নিজের যথার্থ পরিচয়, এবং ভগবানের অথবা এ জগতের সম্বন্ধে মোটেই কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। সবকিছুই অস্পষ্ট এবং অন্ধকার। জড়-জাগতিক জীবনে কালের বিষাক্ত সর্প সর্বদাই হুমকি দিচ্ছে, এবং যে কোন মুহূর্তে আমাদের কোন নিজ জন কাল সর্পের বিষদাঁতের দ্বারা দংশিত হয়ে মারা পড়বে। *সম্পাতিতম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে জীবের অধঃপতন সম্পূর্ণ হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, সে আর উঠতে পারবে না। সেই জন্য শ্রীউদ্ধব হতভাগ্য পতিত জীবদের প্রতিনিধিত্ব করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাদের উদ্ধারের জন্য বিনীত প্রার্থনা করেছেন। ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত হলে, অন্য কোন যোগ্যতা যদি তার না-ও থাকে, তবুও তিনি নিজালয়, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করবেন; ভগবৎ কৃপা থেকে বঞ্চিত হলে, পরম বিদ্বান, তপস্বী, তেজস্বী, ধনী বা সুন্দর পুরুষও জড়-জগতের মায়ার যন্ত্রে নির্মমভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হবে। পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *মহানুভব* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে মহত্তম, সর্বাপেক্ষা তেজস্বী, এবং পরম করুণাময় পুরুষ, যাঁর প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত। *ভগবদ্গীতা* এবং *উদ্ধবগীতা*, যা এখানে বর্ণিত হচ্ছে, এই সমস্ত অমৃতময় উপদেশ রূপে ভগবানের কৃপা প্রকাশিত রয়েছে। *ক্ষুদ্র সুখোরু তর্ষম্* বলতে জড় বদ্ধ দশার দুঃখকে বোঝায়। যদিও জড়সুখ হচ্ছে ক্ষুদ্র, অথবা তুচ্ছ এবং নগণ্য, তা ভোগ করার জন্য আমাদের বাসনা কিন্তু উরু অর্থাৎ প্রচণ্ড। জড় বস্তুকে ভোগ করার জন্য আমাদের অনর্থক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মনের একটি মায়াগ্রস্থ অবস্থামাত্র, তা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত দুঃখ প্রদান করে এবং জড় জীবনের অন্ধকার গর্তে আবদ্ধ করে রাখে. প্রতিটি জীবের উচিত তার দৈহিক বাহ্য যোগ্যতা ভিত্তিক মিথ্যা সম্মানবোধকে সরিয়ে রেখে আন্তরিকতার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করা। এমনকি সর্বাপেক্ষা পতিত জীবসহ প্রত্যেকের আন্তরিক প্রার্থনা ভগবান শ্রবণ করেন এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবও অপূর্ব। যদিও জ্ঞানী, যোগী এবং সকামকর্মীরা তাদের নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের অবস্থা কিন্তু সঙ্কটাপন্ন এবং অনিশ্চিত; শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ হলেই আমরা খুব সহজে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারি। কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান বা শুদ্ধ ভক্ত না-ও হন, তিনি যদি আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবানের কৃপার জন্য প্রার্থনা করেন, ভগবান নিশ্চয়ই উদারভাবে তাঁকে তা প্রদান করবেন।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্মভৃতাংবরম্ ।
অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্বেষাং নোঽনুশৃণ্বতাম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ইত্থম্—এইভাবে; এতৎ—এই; পুরা—পূর্বে; রাজা—রাজা; ভীষ্মম্—ভীষ্মদেবকে; ধর্ম—ধর্মের; ভৃতাম্—ধারকদের; বরম্—শ্রেষ্ঠকে; অজাত-শত্রুঃ—রাজা যুধিষ্ঠির, যিনি মনে করেছিলেন কেউ তাঁর শত্রু নয়; পপ্রচ্ছ—প্রশ্ন করেছেন; সর্বেষাম্—সকলের; নঃ—আমাদের; অনুশৃণ্বতাম্—যত্ন সহকারে শ্রবণ করছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, তুমি যেমন এখন আমার নিকট প্রশ্ন করছ, পূর্বকালে অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির ঠিক সেইভাবে ধর্মের মহান রক্ষক ভীষ্মদেবের কাছে এইরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। তখন আমরা সকলে মনোনিবেশ সহকারে তা শ্রবণ করেছিলাম।

শ্লোক ১২

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ ।
শ্রুত্বা ধর্মান্ বহূন্ পশ্চান্মোক্ষধর্মানপৃচ্ছত ॥ ১২ ॥

নিবৃত্তে—যখন শেষ হয়েছিল; ভারতে—ভরতের বংশধরদের (কুরু এবং পাণ্ডবগণ); যুদ্ধে—যুদ্ধ; সুহৃৎ—তার স্নেহের শুভাকাঙ্ক্ষীদের; নিধন—ধ্বংসের দ্বারা; বিহ্বলঃ—বিহ্বল; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; ধর্মান্—ধর্ম কথা; বহূন্—অনেক; পশ্চাৎ—শেষে; মোক্ষ—মুক্তির ব্যাপারে; ধর্মান্—ধর্মনীতি; আপৃচ্ছত—প্রশ্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের শেষে, যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর অনেক স্নেহের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তখন ধর্মনীতি সম্বন্ধে বহু উপদেশ শ্রবণ করার পর, অবশেষে তিনি মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

শ্লোক ১৩

তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান্ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্ ॥ ১৩ ॥

তান্—সেই সকল; অহম্—আমি; তে—তোমাকে; অভিধাস্যামি—বর্ণনা করব; দেব-ব্রত—ভীষ্মদেবের; মুখাৎ—মুখ থেকে, শ্রুতান্—শ্রুত; জ্ঞান—বৈদিক জ্ঞান; বৈরাগ্য—অনাসক্তি; বিজ্ঞান—আত্ম উপলব্ধি; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; ভক্তি—এবং ভগবদ্ ভক্তি; উপবৃংহিতান্—সমন্বিত।

অনুবাদ

ভীষ্মদেবের শ্রীমুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে বৈদিক জ্ঞানের ধর্মনীতি, বৈরাগ্য, আত্ম উপলব্ধি, বিশ্বাস, এবং ভক্তিযোগের কথা শ্রবণ করেছিলাম আমি এখন তোমাকে তা বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৪

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষুতজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ ॥ ১৪ ॥

নব—নয়; একাদশ—এগারো; পঞ্চ—পাঁচ; ত্রীন্—এবং তিন, ভাবান্—উপাদান; ভূতেষু—সমস্ত জীবে (শ্রীব্রহ্মা থেকে শুরু করে স্থাবর জীবেরা পর্যন্ত); যেন—যে জ্ঞানের দ্বারা; বৈ—নিশ্চিতরূপে; ঈক্ষেত—দেখতে পারে; অথ—এইভাবে; একম্—একটি উপাদান; অপি—বস্তুত; এষু—এই আঠাশটি উপাদানের মধ্যে; তৎ—সেই; জ্ঞানম্—জ্ঞান; মম—আমার দ্বারা; নিশ্চিতম্—অনুমোদিত।

অনুবাদ

যে জ্ঞানের দ্বারা নয়, এগারো, পাঁচ এবং তিনটি উপাদানের সমন্বয় এবং এই আঠাশটির মধ্যে সর্বোপরি একটির উপস্থিতি সমস্ত জীবের মধ্যে দর্শন করা হয় তা আমি স্বয়ং অনুমোদন করি।

তাৎপর্য

নয়টি উপাদান হচ্ছে জড়াপ্রকৃতি, জীব, মহৎ-তত্ত্ব, অহংকার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পাঁচটি উপাদান, যেমন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। এগারোটি উপাদান হচ্ছে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ) আর সেই সঙ্গে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক), আর তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানকারী ইন্দ্রিয় মন। পাঁচটি উপাদান হচ্ছে পাঁচটি ভৌতিক উপাদান মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ, এবং তিনটি উপাদান হচ্ছে জড়াপ্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ। সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য উদ্ভিদ পর্যন্ত সমস্ত জীবেরা এই আঠাশটি উপাদান সমন্বিত জড়দেহ ধারণ করে। আঠাশটির মধ্যে একটি উপাদান হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, পরমাত্মা, যিনি জড় এবং চিন্ময় জগতে সর্বব্যাপ্ত।

আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি যে এই জড় ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য কার্য এবং কারণের সমন্বয়ে গঠিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বকারণের কারণ, সমস্ত আপেক্ষিক কারণগুলি এবং তাদের কার্য সবই সর্বোপরি পরমপুরুষ ভগবান থেকে অভিন্ন। এই উপলব্ধি হচ্ছে আমাদের জীবনে সিদ্ধিপ্রদ যথার্থ জ্ঞান সমন্বিত।

শ্লোক ১৫

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥ ১৫ ॥

এতৎ—এই; **এব**—বস্তুত; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **বিজ্ঞানম্**—উপলব্ধ জ্ঞান; **ন**—না; **তথা**—সেইভাবে; **একেন**—একের দ্বারা (ভগবান); **যেন**—যার দ্বারা; **যৎ**—যা (ব্রহ্মাণ্ড); **স্থিতি**—স্থিতি; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অপ্যয়ান্**—এবং বিনাশ; **পশ্যেৎ**—দেখা উচিত; **ভাবানাম্**—সমস্ত জড় উপাদানের; **ত্রি-গুণ**—প্রকৃতির তিনটি গুণের; **আত্মনাম্**—সমন্বিত।

অনুবাদ

যখন কেউ একটি মাত্র কারণ থেকে উদ্ভূত আঠাশটি জড় উপাদানকে ভিন্নভাবে আর দর্শন করে না, বরং সেই কারণটিকেই অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে, তখন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাকে বলে বিজ্ঞান, অথবা আত্ম-উপলব্ধি।

তাৎপর্য

জ্ঞান (সাধারণ বৈদিক জ্ঞান) এবং বিজ্ঞান (আত্ম-উপলব্ধি) এই দুটির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় এইভাবে। বদ্ধজীব, বৈদিক জ্ঞান অনুশীলন করা সত্ত্বেও কীয়ৎ পরিমাণে জড়দেহ এবং মনের মাধ্যমে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করতে থাকে, এইভাবে জড় জগতের সঙ্গেও সে সম্পর্কিত থাকে। সে যে জগতে বাস করছে তাকে উপলব্ধি করতে গিয়ে বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে বদ্ধজীব শিক্ষালাভ করে যে, সমস্ত জড় প্রকাশের একমাত্র কারণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। যে জগতকে সে তার নিজের বলে মনে করে, তার আশেপাশের জগতকেও সে তখন বুঝতে পারে। পারমার্থিক উপলব্ধির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিচিতির বাঁধন ছিঁড়ে, সে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। তারপর সে ধীরে ধীরে নিজেকে চিন্ময় জগৎ বৈকুণ্ঠের অংশ রূপে উপলব্ধি করতে পারে। সেই পর্যায়ে পরমেশ্বর ভগবানকে তিনি শুধুমাত্র জড় জগতের বিকশিত বিস্তারিত রূপ বলে মনে করতে আর আগ্রহী থাকেন না; বরং তাঁর মনোনিবেশের নিত্যবস্তু যে পরমেশ্বর ভগবান

তা জেনে, তিনি তাঁর চেতনাকে পুনরায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে পরিচালিত করেন। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সমস্ত কিছুরই কেন্দ্রীয় এবং কার্যকরী কারণ, সেইজন্য এইরূপ পুনর্গঠন প্রয়োজন। বিজ্ঞান পর্যায়ে উপনীত আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে কেবলমাত্র জড়জগতের স্রষ্টা রূপেই উপলব্ধি করেন না, বরং তাঁকে তাঁর নিত্য আনন্দময় ধামে অবস্থিত পরম চেতন সত্ত্বা রূপে উপলব্ধি করেন। চিন্ময়ধামে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধীরে ধীরে জড়জগতের প্রতি বিরক্ত হন, এবং ভগবানকে তাঁর ক্ষণস্থায়ী প্রকাশের মাধ্যমে উপলব্ধি করার বিষয়টি তখন তিনি ত্যাগ করেন। বিজ্ঞান স্তরে অধিষ্ঠিত আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়শীল বস্তুর প্রতি পুনরায় আকৃষ্ট হন না। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব নিজেকে জড়জগৎ-সম্ভূত বলে মনে করে সেটি হচ্ছে জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের পরিপক্ক পর্যায়, যখন সে নিজেকে পরমেশ্বরের অংশ রূপে জানতে পারে।

শ্লোক ১৬

আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ ॥ ১৬ ॥

আদৌ—কারণীভূত স্তরে; **অন্তে**—কারণীভূত কর্মের শেষে; **চ**—এবং; **মধ্যে**—পালনের পর্যায়ে; **চ**—এবং; **সৃজ্যাৎ**—এক উৎপাদন থেকে; **সৃজ্যম্**—আর এক সৃষ্টিতে; **যৎ**—যেটি; **অন্বিয়াৎ**—যুক্ত হয়; **পুনঃ**—পুনরায়; **তৎ**—সমস্ত জড় পর্যায়ের; **প্রতিসংক্রামে**—প্রলয়ে, **যৎ**—যেটি; **শিষ্যেত**—বাকী থাকে; **তৎ**—সেই; **এব**—বস্তুত; **সৎ**—নিত্য।

অনুবাদ

সৃষ্টি, লয় এবং পালনের বিভিন্ন স্তর হচ্ছে জড় কারণ-সম্ভূত। এক সৃষ্টির সময় থেকে অপর সৃষ্টির সময় পর্যন্ত বিভিন্ন জড় পর্যায়গুলিতে যা অবিচলিতভাবে সঙ্গে থাকে এবং এই সমস্ত জড় অবস্থাগুলি যখন শেষ হয়ে যায়, তখনও অবশিষ্ট থাকে, সেটিই হচ্ছে নিত্য।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে পুনরায় বলছেন যে, এক পরমেশ্বর হচ্ছেন অসীম জড় বৈচিত্র্যের ভিত্তি। জড় কার্যকলাপ হচ্ছে অসংখ্য উদ্দেশ্য উৎপাদনকারী। জড় কার্য-কারণ সম্পর্কের দ্বারা শৃঙ্খলিত। একটি বিশেষ জড় কার্য পরবর্তী একটি কারণে রূপান্তরিত হয়, আর যখন কারণের বিভিন্ন স্তর শেষ হয়ে যায়, তখন কার্য

তিরোহিত হয়। আগুনের কারণে জ্বালানি কাষ্ঠ ভস্মীভূত হয়, এবং যখন আগুনের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়, তখন সেই আগুন, যা পূর্বের একটি কারণের কার্য ছিল, তাও শেষ হয়ে যায়। আসল কথা হচ্ছে, সমস্ত জড় বস্তুই ভগবানের পরম শক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয়, পালিত হয় এবং সর্বোপরি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যখন জড় কার্য-কারণের সমস্ত ক্ষেত্র গুটিয়ে নেওয়া হয়, ফলে সমস্ত কার্যকারণ সম্পর্ক অবলুপ্ত হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজ ধামে বিরাজ করেন। সুতরাং, অসংখ্য উদ্দেশ্য কারণের ভূমিকা নিলেও, সেগুলি অন্তিম বা পরম কারণ নয়। পরমেশ্বর ভগবানই কেবল পরম কারণ। তেমনই, জড় বস্তুর অস্তিত্ব থাকলেও, তাদের অস্তিত্ব সর্বদা থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানেরই কেবল পরম অস্তিত্ব রয়েছে। জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের উচিত ভগবানের পরম পদ সম্বন্ধে উপলব্ধি করা।

শ্লোক ১৭

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্ ।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥ ১৭ ॥

শ্রুতিঃ—বৈদিক জ্ঞান; **প্রত্যক্ষম্**—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; **ঐতিহ্যম্**—ঐতিহ্যগত জ্ঞান; **অনুমানম্**—তার্কিক অনুমান; **চতুষ্টয়ম্**—চতুর্বিধ; **প্রমাণেষু**—সমস্ত প্রকার প্রমাণের মধ্যে; **অনবস্থানাৎ**—পরিবর্তনশীলতাহেতু; **বিকল্পাৎ**—জড় বৈচিত্র্য থেকে; **সঃ**—তিনি; **বিরজ্যতে**—অনাসক্ত হন।

অনুবাদ

বৈদিক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং তার্কিক অনুমান,—এই চার প্রকার প্রমাণ থেকে মানুষ জড় জগতের ক্ষণস্থায়ীতা এবং অসারত্ব উপলব্ধি করতে পারে, আর তার দ্বারা সে এই জগতের দ্বন্দ্ব থেকে অনাসক্ত হয়।

তাৎপর্য

শ্রুতি বা বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সবকিছু পরম সত্য থেকে উৎসারিত হয়, পরম সত্যের দ্বারা পালিত হয় এবং শেষে পরম সত্যের মধ্যে সংরক্ষিত হয়। তদ্রূপ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা মহান সাম্রাজ্য, নগর, শরীর ইত্যাদির সৃষ্টি এবং বিনাশ দর্শন করতে পারি। এ ছাড়াও আমরা দেখি সারা বিশ্বেই ঐতিহ্যগত জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে যে, এ জগতের কোন কিছুই স্থায়ী নয়। শেষে, তার্কিক অনুমানের দ্বারা আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এ জগতের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। স্বর্গলোকের সর্বোচ্চ স্তরের জীবনযাত্রা থেকে নরকের সর্বনিম্ন স্তরের পর্যায় পর্যন্ত—

জড় ইন্দ্রিয় সম্ভোগ,—সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং ক্ষণভঙ্গুরতা প্রবণ। এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে আমাদের বৈরাগ্য, বা অনাসক্তি অর্জন করা উচিত।

এই শ্লোকের আর একটি অর্থ হচ্ছে, পরম সত্যের বর্ণনা প্রদান করতে গিয়ে, এখানে উল্লিখিত চার প্রকারের প্রমাণ একটি অপরটির সঙ্গে প্রায়ই বিরোধ করে থাকে। বেদের যে অংশে জড় জগত নিয়ে আলোচনা করে তা সহ জড় প্রমাণের দ্বন্দ্ব থেকে তাই আমাদের অনাসক্ত থাকতে হবে। তার পরিবর্তে আমাদের উচিত পরমেশ্বর ভগবানকে পরম কর্তা রূপে গ্রহণ করা। *ভগবদ্গীতা* এবং এখানে *ভাগবতে* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাবে বলছেন, জড় তর্ক পদ্ধতির প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় বিভ্রান্তিকর জালে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। আমরা স্বয়ং পরম সত্যের নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করতে পারি, আর তক্ষণই আমরা পরম জ্ঞান লাভ করতে পারি। তাই, যে নিকৃষ্ট স্তরের জ্ঞান জড় মানসিক পর্যায়েই বিচরণ করায়, তা থেকে আমাদের অনাসক্ত হতে হবে।

শ্লোক ১৮

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্ ।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ ১৮ ॥

কর্মণাম্—জড় কর্মের; **পরিণামিত্বাৎ**—পরিবর্তনশীলতা হেতু; **আ**—পর্যন্ত; **বিরিঞ্চ্যাৎ**—ব্রহ্মালোক, **অমঙ্গলম্**—অমঙ্গলযুক্ত দুঃখ; **বিপশ্চিৎ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **নশ্বরম্**—নশ্বর রূপে; **পশ্যেৎ**—দেখা উচিত; **অদৃষ্টম্**—যে অভিজ্ঞতা এখনও লাভ হয়নি সেটি, **অপি**—বস্তুত, **দৃষ্টবৎ**—যার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে ঠিক সেইরূপ।

অনুবাদ

বুদ্ধিমান ব্যক্তির দেখা উচিত, যে কোন জড় কর্মই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এমনকি ব্রহ্মালোকেও এইভাবে দুঃখ বর্তমান। বস্তুত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, যা কিছু সে দেখেছে, সে সবই যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডস্থ সব কিছুরই শুরু এবং শেষ আছে।

তাৎপর্য

অদৃষ্টম্ শব্দটি সূচিত করে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই ঊর্ধ্বলোকে স্বর্গীয় মানের সুখ লাভ করা যায়। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত থাকলেও, এইরূপ স্বর্গীয় পরিবেশের অভিজ্ঞতা বাস্তবে এই পৃথিবীতে লাভ করা যায় না। কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, বেদের কর্মকাণ্ড বিভাগে স্বর্গে গমন করার কথা স্বীকৃত হয়েছে। আর সেখানে যে সুখ লাভ হয়, তা অনিত্য হলেও, অন্তত কিছুকালের জন্য তারা জীবন

উপভোগ করতে পারবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু, এখানে বলছেন, এমনকি ব্রহ্মলোকে, যা হচ্ছে স্বর্গলোক অপেক্ষা উন্নত, সেখানেও কোনও সুখ নেই। এমনকি ঊর্ধ্বলোকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা, বিরক্তি, অনুশোচনা আর সর্বোপরি মৃত্যুও বর্তমান।

শ্লোক ১৯

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ ।
পুনশ্চকথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্ ॥ ১৯ ॥

ভক্তিযোগঃ—ভক্তিযোগ; **পুরা**—পূর্বে; **এব**—বস্তুত; **উক্তঃ**—বর্ণিত; **প্রীয়মাণায়**—যিনি প্রেম লাভ করেছেন; **তে**—তোমার প্রতি; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ উদ্ধব; **পুনঃ**—পুনরায়; **চ**—এবং; **কথয়িষ্যামি**—আমি বর্ণনা করব; **মৎ**—আমাকে; **ভক্তেঃ**—ভক্তিযোগের; **কারণম্**—প্রকৃত উপায়; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ উদ্ধব, তুমি যেহেতু আমায় ভালবাস, পূর্বে আমি তোমার নিকট ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছিলাম। এখন আমি তোমার নিকট পুনরায় আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা লাভ করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে উদ্ধবের নিকট ভক্তিযোগের বর্ণনা করা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমবশত তিনি এখনও সন্তুষ্ট হননি। যে কেউ ভগবানকে ভালবেসে শুধু বৈদিক কর্তব্য এবং বিশ্লেষণাত্মক দর্শন মিশ্রিত ভক্তিযোগের আলোচনা করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। চেতন অস্তিত্বের পরম স্তর হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত, তিনি প্রতিনিয়ত এইরূপ কৃষ্ণকথামৃত শ্রবণ করতে চান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রম ধর্ম, জড় এবং চিন্বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বর্জন করা, ইত্যাদি সহ মনুষ্য সভ্যতার বহু বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এখানে প্রদান করেছেন। উদ্ধব বিশেষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযোগের বর্ণনা শ্রবণ করতে আকাঙ্ক্ষিত, আর ভগবান এখন সেই বর্ণনাই দিতে চলেছেন।

শ্লোক ২০-২৪

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্ ।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥ ২০ ॥

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ২১ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্ ॥ ২২ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ ব্রতং তপঃ ॥ ২৩ ॥
এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্ ।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ২৪ ॥

শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; **অমৃত**—অমৃতে; **কথায়াম্**—বর্ণনার; **মে**—আমার সম্বন্ধে; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **মৎ**—আমার; **অনুকীর্তনম্**—গুণকীর্তন; **পরিনিষ্ঠা**—আসক্ত; **চ**—ও; **পূজায়াম্**—আমার আরাধনায়; **স্তুতিভিঃ**—সুন্দর মন্ত্রের দ্বারা, **স্তবনম্**—স্তব; **মম**—আমার সঙ্গে সম্পর্কিত; **আদরঃ**—পরম শ্রদ্ধা; **পরিচর্যায়াম্**—আমার ভক্তিযোগের জন্য; **সর্ব-অঙ্গৈঃ**—দেহের সর্বাঙ্গ দ্বারা; **অভিবন্দনম্**—প্রণাম নিবেদন করা; **মৎ**—আমার; **ভক্ত**—ভক্তদের; **পূজা**—পূজা; **অভ্যধিকা**—শ্রেষ্ঠ; **সর্ব-ভূতেষু**—সর্বজীবে; **মৎ**—আমার; **মতিঃ**—চেতনা; **মৎ-অর্থেষু**—আমার সেবার নিমিত্ত, **অঙ্গ-চেষ্টা**—সাধারণ, দৈহিক কার্যকলাপ; **চ**—ও; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **মৎ-গুণ**—আমার দিব্যগুণাবলী; **ঈরণম্**—ঘোষণা করা; **ময়ি**—আমাতে; **অর্পণম্**—স্থাপন করা; **চ**—ও; **মনসঃ**—মনের; **সর্বকাম**—সমস্ত জড় বাসনার; **বিবর্জনম্**—প্রত্যাখ্যান করা; **মৎ-অর্থে**—আমার নিমিত্ত; **অর্থ**—অর্থের; **পরিত্যাগঃ**—পরিত্যাগ; **ভোগস্য**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির; **চ**—ও; **সুখস্য**—জড় সুখের; **চ**—এবং; **ইষ্টম্**—কাম্যকর্ম; **দত্তম্**—দান; **হুতম্**—যজ্ঞ সম্পাদন; **জপ্তম্**—ভগবানের নাম জপ করা; **মৎ-অর্থম্**—আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে; **যৎ**—যে; **ব্রতম্**—ব্রত, একাদশী উপবাস ইত্যাদি; **তপঃ**—তপস্যা; **এবম্**—এইভাবে; **ধর্মৈঃ**—এইরূপ ধর্মের দ্বারা; **মনুষ্যাণাম্**—মানুষের; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **আত্ম-নিবেদিনাম্**—শরণাগত আত্মা; **ময়ি**—আমার প্রতি; **সঞ্জায়তে**—উৎপন্ন হয়; **ভক্তিঃ**—প্রেমভক্তি; **কঃ**—কি; **অন্যঃ**—অন্য; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **অস্য**—আমার ভক্তির; **অবশিষ্যতে**—থাকে।

অনুবাদ

আমার আনন্দময় লীলা বর্ণনে দৃঢ় বিশ্বাস, নিরন্তর আমার মহিমা কীর্তন, উপচার সহকারে আমার অর্চনে অপ্রতিহত আসক্তি, সুন্দর মন্ত্রের মাধ্যমে আমার প্রশংসা করা, আমার ভক্তিযোগের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, সর্বাঙ্গ দ্বারা প্রণাম জ্ঞাপন, পরম

শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভক্তের অর্চনা করা; সর্বজীবে আমার চেতনা লক্ষ্য করা, সাধারণ দৈহিক কার্যকলাপ আমার সেবায় অর্পণ করা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণকীর্তন করা, আমাতে মন অর্পণ করা, সমস্ত জড় বাসনা ত্যাগ করা, আমার ভক্তিযুক্ত সেবার জন্য অর্থ দান করা, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং সুখ বর্জন করা, ব্রত, দান, যজ্ঞ, জপাদি, এবং তপস্যা-আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত কাম্যকর্ম সম্পাদন হচ্ছে যথার্থ ধর্মাচরণ। এই সমস্ত আচরণের দ্বারা যারা আমার প্রতি শরণাগত হয়, তারা স্বাভাবিকভাবে আমার প্রতি ভালবাসা অর্জন করে। আমার ভক্তদের এ ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকতে পারে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। *অভ্যধিকা* বলতে বোঝায়, "উন্নততর গুণ।" যারা তাঁর ভক্তের পূজা করেন, ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। আর তিনি সেই অনুসারে তাঁদের পুরস্কৃত করেন। ভগবান, তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রশংসা এমনই করেন যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের পূজা, স্বয়ং ভগবানের পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। *মদর্থেষু অঙ্গচেষ্টা* বলতে বোঝায়, সাধারণ দৈহিক ক্রিয়াকলাপ যেমন দাঁত মাজা, স্নান করা, আহার করা ইত্যাদি সবই পরমেশ্বরের সেবা রূপে অর্পিত হওয়া উচিত। *বচসা মদ্‌গুণেরণম্* বলতে বোঝায়, যা কিছু বলা হবে, সে সাধারণ অসংস্কৃত অথবা কবিসুলভ বাচন ভঙ্গির দ্বারাই হোক না কেন, সে সবের দ্বারা ভগবানের গুণ বর্ণন করা উচিত। *মদর্থেঽর্থপরিত্যাগঃ* বলতে বোঝায়, আমাদের উচিত রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী এবং গৌরপূর্ণিমার মতো ভগবানের উৎসবে অর্থব্যয় করা। সেই সঙ্গে এখানে গুরুদেবের এবং অন্য বৈষ্ণবদের মনোভীষ্ট পূরণার্থে অর্থব্যয় করা অনুমোদিত। যে অর্থ ভগবানের সেবায় সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হবে না, তা আমাদের স্বচ্ছ চেতনার জন্য বিঘ্নস্বরূপ, তাই তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা উচিত। *ভোগস্য* শব্দের অর্থ হচ্ছে যৌন সম্ভোগাদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং *সুখস্য* শব্দে, পরিবারের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির মতো ভাবপ্রবণ জড় সুখকে বোঝায়। *দত্তম্ হুতম্*-এর অর্থ, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের ঘৃতপক্ক শ্রেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্য অর্পণ করা উচিত। মানুষের উচিত *স্বাহা* শব্দ উচ্চারণ করে অনুমোদিত অগ্নিযজ্ঞে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে শস্য এবং ঘৃত আহুতি প্রদান করা। *জপ্তম্* বলতে বোঝায়, প্রতিনিয়ত আমাদের ভগবানের নাম জপ করা উচিত।

শ্লোক ২৫

যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্ ।
ধর্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্যং চাভিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

যদা—যখন; আত্মনি—পরমেশ্বরে; অর্পিতম্—অর্পিত; চিত্তম্—চেতনা; শান্তম্—শান্ত; সত্ত্ব—সত্ত্বগুণের দ্বারা; উপবৃংহিতম্—শক্তিপ্রাপ্ত; ধর্মম্—ধর্ম; জ্ঞানম্—জ্ঞান; সঃ—সে; বৈরাগ্যম্—বৈরাগ্য; ঐশ্বর্যম্—ঐশ্বর্য; চ—এবং; অভিপদ্যতে—লাভ করে।

অনুবাদ

যখন কারও শান্ত চেতনা, সত্ত্বগুণ দ্বারা বলীয়ান হয়ে পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট হয়, তখন সে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য লাভ করে।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্ত শান্ত, কেননা তিনি সব কিছুই ভগবানের সেবার জন্য সম্পাদন করেন, নিজের জন্য কিছুই কামনা করেন না। তিনি দিব্য বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা বলীয়ান হয়ে পরমধর্ম, ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা লাভ করেন। তিনি ভগবানের রূপের এবং তাঁর নিজের চিন্ময় দেহের জ্ঞান লাভ করেন, জড় পাপ-পুণ্যের প্রতি বৈরাগ্য এবং চিন্ময় জগতের ঐশ্বর্য লাভ করেন। যিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নন, বরং অলৌকিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ মিশ্রিত, তিনি জড় সত্ত্বগুণ দ্বারা বলীয়ান। ভগবানের প্রতি ধ্যানের মাধ্যমে তিনি ধর্ম (সাত্ত্বিক পুণ্য), জ্ঞান (চিৎ ও জড়ের জ্ঞান), এবং বৈরাগ্য (প্রকৃতির নিকৃষ্টগুণ থেকে অনাসক্তি) রূপ অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ফল লাভ করেন। সর্বোপরি, আমাদেরকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে, কেননা জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক থেকেও আমরা যা লাভ করতে পারি, তা ভগবদ্ধামের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

শ্লোক ২৬

যদর্পিতং তদ্ বিকল্পে ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি ।
রজস্বলং চাসন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥

যৎ—যখন; অর্পিতম্—অর্পিত; তৎ—এই (চেতনা); বিকল্পে—জড় বৈচিত্র্যে (দেহ, গৃহ পরিবার ইত্যাদি); ইন্দ্রিয়ৈঃ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; পরিধাবতি—সর্বত্র তাড়না করে; রজঃ-বলম্—রজোগুণের দ্বারা বলীয়ান; চ—এবং; অসৎ—যার স্থায়ী বাস্তবতা নেই তার; নিষ্ঠম্—নিষ্ঠ; চিত্তম্—চেতনা; বিদ্ধি—তোমার বোঝা উচিত; বিপর্যয়ম্—উল্টো (পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছিল তার)।

অনুবাদ

যখন আমাদের চেতনা জড় দেহ, গৃহ এবং এইরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য অন্যান্য বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয়, তখন আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়, জড় বস্তুর

পিছনে ধাওয়া করে জীবন কাটাই। রজোগুণের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়ে আমাদের চেতনা তখন ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্যই উৎসর্গীত হয়। এইভাবে অধর্ম, অজ্ঞতা, আসক্তি এবং দুর্ভাগ্য উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর প্রতি মনোনিবেশের মঙ্গলময় ফলের কথা বর্ণনা করেছেন; আর এখন তার বিপরীতটি বর্ণিত হচ্ছে। *রজসঃ-বলম্* বলতে বোঝায়, মানুষের রজোগুণ এত প্রবলভাবে বর্ধিত হয় যে, সে পাপকর্ম করে বসে এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার দুর্ভাগ্য লাভ করে। জড় জাগতিক মানুষ তার অনিবার্য দুর্ভাগ্যের প্রতি অন্ধ থাকা সত্ত্বেও, বৈদিক বিধান, প্রত্যক্ষ দর্শন, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং তার্কিক অনুমানের দ্বারা তারা নিশ্চিত হতে পারে যে,—বিধির বিধান ভঙ্গ করলে তার ফল হবে বিধ্বংসী।

শ্লোক ২৭

ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্ ।
গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং চাণিমাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; মৎ—আমার; ভক্তি—ভক্তি; কৃৎ—উৎপাদক; প্রোক্তঃ—উক্ত হয়েছে; জ্ঞানম্—জ্ঞান; চ—এবং; ঐকাত্ম্য—পরমাত্মার উপস্থিতি; দর্শনম্—দর্শন করা; গুণেষু—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তুতে; অসঙ্গঃ—আগ্রহশূন্য; বৈরাগ্যম্—বৈরাগ্য; ঐশ্বর্যম্—ঐশ্বর্য; চ—এবং; অণিমা—অণিমা সিদ্ধি; আদয়ঃ—ইত্যাদি।

অনুবাদ

প্রকৃত ধর্ম বলতে, যা আমার ভক্তিযুক্ত সেবায় উপনীত করে তাকেই বোঝায়। যে চেতনা আমার সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতি প্রকাশ করে তা-ই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। অনাসক্তি হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ অনীহা, এবং ঐশ্বর্য বলতে বোঝায়, অণিমা-আদি অষ্টসিদ্ধি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞান; এইভাবে যিনি অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি আপনা থেকেই ভক্তিযোগে রত হন, তাই একেই বলে ধর্ম। যে ব্যক্তি প্রকৃতির ত্রিগুণ এবং তাদের দ্বারা উৎপন্ন তৃপ্তিদায়ক সমস্ত কিছু থেকে অনাসক্ত হন, তিনিই বৈরাগ্য লাভ করেছেন। আট প্রকারের অলৌকিক যোগ সিদ্ধি, যে বিষয়ে উদ্ধবের নিকট ভগবান বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় জড় শক্তি, বা ঐশ্বর্য বর্তমান।

শ্লোক ২৮-৩২

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তো নিয়মো বারিকর্ষণ ।
কঃ শমঃ কো দমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষা ধৃতিঃ প্রভো ॥ ২৮ ॥
কিং দানং কিং তপঃ শৌর্যং কিং সত্যমৃতমুচ্যতে ।
কস্ত্যাগঃ কিং ধনং চেষ্টং কো যজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা ॥ ২৯ ॥
পুংসঃ কিংস্বিদ্ বলং শ্রীমন্ ভগো লাভশ্চ কেশব ।
কা বিদ্যা হ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব চ ॥ ৩০ ॥
কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মূর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কঃ স্বিৎ কো বন্ধুরুত কিং গৃহম্ ॥ ৩১ ॥
ক আঢ্যঃ কো দরিদ্রো বা কৃপণঃ কঃ ক ঈশ্বরঃ ।
এতান্ প্রশ্নান্ মমব্রূহি বিপরীতাংশ্চ সৎপতে ॥ ৩২ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; যমঃ—নিয়ন্ত্রণ বিধি; কতি-বিধঃ—কত প্রকারের; প্রোক্তঃ—রয়েছে বলে উক্ত; নিয়মঃ—প্রাত্যহিক নিয়মিত কর্তব্য; বা—বা; অরিকর্ষণ—হে শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ; কঃ—কী; শমঃ—মানসিক সাম্য; কঃ—কী; দমঃ—আত্মসংযম; কৃষ্ণ—প্রিয় কৃষ্ণ; কা—কী; তিতিক্ষা—সহিষ্ণুতা; ধৃতিঃ—ধৈর্য; প্রভো—হে প্রভু; কিম্—কী; দানম্—দান; কিম্—কী, তপঃ—তপস্যা; শৌর্যম্—বীরত্ব; কিম্—কী; সত্যম্—বাস্তবতা; ঋতম্—সত্য; উচ্যতে—বলা হয়; কঃ—কী; ত্যাগঃ—বৈরাগ্য; কিম্—কী; ধনম্—ধন; চ—ও; ইষ্টম্—কাম্য; কঃ—কী, যজ্ঞঃ—যজ্ঞ; কা—কী; চ—ও; দক্ষিণা—ধর্মীয় পারিতোষিক; পুংসঃ—মানুষের; কিম্—কী; স্বিৎ—বস্তুত; বলম্—বল; শ্রীমন্—হে শ্রীমান কৃষ্ণ; ভগঃ—ঐশ্বর্য; লাভঃ—লাভ; চ—এবং; কেশব—প্রিয় কেশব; কা—কী; বিদ্যা—শিক্ষা; হ্রীঃ—বিনয়; পরা—পরম; কা—কী; শ্রীঃ—সৌন্দর্য; কিম্—কী; সুখম্—সুখ; দুঃখম্—দুঃখ; এব—অবশ্যই; চ—এবং; কঃ—কে; পণ্ডিতঃ—পণ্ডিত; কঃ—কে; চ—ও; মূর্খঃ—মূর্খ; কঃ—কে; পন্থাঃ—যথার্থ পথ; উৎপথঃ—ভুল পথ; চ—ও; কঃ—কী; কঃ—কী; স্বর্গঃ—স্বর্গ; নরকঃ—নরক; কঃ—কী; স্বিৎ—বস্তুত; কঃ—কে; বন্ধুঃ—বন্ধু; উত—এবং; কিম্—কী; গৃহম্—গৃহ; ক—কে; আঢ্যঃ—ধনী; কঃ—কে; দরিদ্রঃ—দরিদ্র; বা—বা; কৃপণঃ—কৃপণ; কঃ—কে; কঃ—কী; ঈশ্বরঃ—নিয়ন্ত্রক; এতান্—এই সমস্ত; প্রশ্নান্—জিজ্ঞাস্য বিষয়; মম—আমার নিকট; ব্রূহি—বলুন; বিপরীতান্—বিপরীত গুণাবলী; চ—এবং; সৎ-পতে—হে ভক্তদের পতি।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—প্রিয় কৃষ্ণ, হে পরন্তপ, আমায় অনুগ্রহপূর্বক বলুন কত প্রকার সংযমের বিধান এবং নিত্যকৃত্য রয়েছে। হে প্রভু, এ ছাড়াও আমায় বলুন, মানসিক সাম্য কী, আত্মসংযম কী, সহিষ্ণুতা এবং সততার প্রকৃত অর্থ কী, দান কী, তপস্যা, বীরত্ব, বাস্তবতা এবং সত্যকে কীভাবে বর্ণনা করা যাবে? বৈরাগ্য কী এবং ঐশ্বর্য কী? কাম্য কী, যজ্ঞ কী, এবং ধর্মীয় পারিতোষিক কী? প্রিয় কেশব, হে পরম সৌভাগ্যবান, বল্, ঐশ্বর্য এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির লাভ আমি কীভাবে বুঝব? শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কী, যথার্থ বিনয় কী, প্রকৃত সৌন্দর্য কী? সুখ এবং দুঃখ কী; পণ্ডিত কে, মূর্খ কে? জীবনের ঠিক এবং ভুল পথ কী, স্বর্গ এবং নরক কী? প্রকৃত বন্ধু কে, এবং প্রকৃত গৃহ কী? ধনাঢ্য কে, দরিদ্র কে? দুর্ভাগা কে, এবং প্রকৃত ঈশ্বর কে? হে ভক্তগণের পতি, এই সমস্ত বিষয় এবং এর বিপরীত বিষয়গুলিও অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

এই পাঁচটি শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত বিষয়েই সারা বিশ্বে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এবং সমাজে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সেইজন্য, শ্রীউদ্ধব প্রত্যক্ষভাবে পরম প্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকেই সভ্য জীবনের মহাজাগতিক বিষয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা লাভ করতে চাইছেন।

শ্লোক ৩৩-৩৫

শ্রীভগবানুবাচ

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্যং ক্ষমাভয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চনম্ ।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্যসেবনম্ ॥ ৩৪ ॥
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥ ৩৫ ॥

শ্রী-ভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অহিংসা—অহিংসা; সত্যম্—সত্যবাদিতা; অস্তেয়ম্—অন্যের সম্পত্তি চুরি বা অপহরণ কখনও না করা; অসঙ্গঃ—অনাসক্তি; হ্রীঃ—বিনয়; অসঞ্চয়ঃ—সঞ্চয় না করা; আস্তিক্যম্—ধর্মবিশ্বাস; ব্রহ্মচর্যম্—ব্রহ্মচর্য; চ—এবং; মৌনম্—মৌন; স্থৈর্যম্—স্থৈর্য, ক্ষমা—ক্ষমা;

অভয়ম্—অভয়; শৌচম্—বাহ্যিক এবং আন্তরিক শৌচ; জপঃ—ভগবন্নাম জপ করা; তপঃ—তপস্যা; হোমঃ—যজ্ঞ; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; আতিথ্যম্—আতিথ্য; মৎ-অর্চনম্—আমার পূজা; তীর্থ-অটনম্—তীর্থ দর্শন; পর-অর্থ-ঈহা—ভগবানের জন্য বাসনা এবং আচরণ করা; তুষ্টিঃ—সন্তুষ্টি; আচার্য সেবনম্—গুরুদেবের সেবা করা; এতে—এই সকল; যমাঃ—সংযমের নিয়মাবলী; স-নিয়মাঃ—গৌণ নিত্যকৃত্যাদি সহ; উভয়োঃ—প্রত্যেকটির; দ্বাদশ—বারো; স্মৃতাঃ—মনে করা হয়; পুংসাম্—মানুষের দ্বারা; উপাসিতাঃ—ভক্তি সহকারে অনুশীলিত; তাত—প্রিয় উদ্ধব; যথা-কামম্—কামনা অনুসারে; দুহন্তি—সরবরাহ করে; হি—অবশ্যই।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—অহিংসা, সত্যবাদিতা, অন্যের সম্পদ অপহরণ বা চুরি না করা, অনাসক্তি; বিনয়, কর্তৃত্ব বোধ থেকে মুক্ত, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা, এবং নির্ভয়তা—এই বারোটি হচ্ছে সংযমের মুখ্য বিধান। আন্তরিক শুদ্ধতা, বাহ্যিক শুদ্ধতা, ভগবন্নাম জপ করা, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, অতিথিপরায়ণতা, আমার উপাসনা, তীর্থস্থান দর্শন, ভগবানের স্বার্থেই কেবল আচরণ এবং বাসনা করা, সন্তুষ্টি, এবং গুরুদেবের সেবা—এই বারোটি হচ্ছে নিয়মিত অনুমোদিত কর্তব্য। এই চব্বিশটি বিষয় যারা সর্বান্তঃকরণে পালন করে, তাদের ওপর সমস্ত কাম্য আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

শ্লোক ৩৬-৩৯

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥
দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্ ।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্ ॥ ৩৭ ॥
অন্যচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্তিতা ।
কর্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥ ৩৮ ॥
ধর্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ ।
দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্ ॥ ৩৯ ॥

শমঃ—মানসিক সাম্য; মৎ—আমাতে; নিষ্ঠতা—নিষ্ঠা পরায়ণতা; বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির; দমঃ—আত্মসংযম; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের; সংযমঃ—সংযম; তিতিক্ষা—সহিষ্ণুতা; দুঃখ—দুঃখ; সংমর্ষঃ—সহ্য করা; জিহ্বা—জিহ্বা; উপস্থ—লিঙ্গ; জয়ঃ—জয় করা;

ধৃতিঃ—ধৈর্য; **দণ্ড**—শাস্তি দেওয়া; **ন্যাসঃ**—ত্যাগ করা; **পরম্**—পরম; **দানম্**—দান; **কাম**—কামবাসনা; **ত্যাগঃ**—ত্যাগ করা; **তপঃ**—তপস্যা; **স্মৃতম্**—মনে করা হয়; **স্বভাব**—স্বাভাবিক ভোগের প্রবণতা; **বিজয়ঃ**—জয় করা; **শৌর্যম্**—বীরত্ব; **সত্যম্**—বাস্তবতা; **চ**—এবং; **সম-দর্শনম্**—সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করা; **অন্যৎ**—পরবর্তী উপাদান (সত্যবাদিতা); **চ**—এবং; **সু-নৃতা**—মনোরম; **বাণী**—বাক্য; **কবিভিঃ**—মুনিগণের দ্বারা; **পরিকীর্তিতা**—ঘোষিত; **কর্মসু**—সকামকর্মে; **অসঙ্গমঃ**—অনাসক্তি; **শৌচম্**—পরিচ্ছন্নতা; **ত্যাগঃ**—বৈরাগ্য; **সন্ন্যাসঃ**—সন্ন্যাস আশ্রম; **উচ্যতে**—বলা হয়; **ধর্মঃ**—ধর্মপরায়ণতা; **ইষ্টম্**—কাম্য; **ধনম্**—ধন; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **অহম্**—আমি; **ভগবৎ-তমঃ**—পরম পুরুষ ভগবান; **দক্ষিণা**—ধর্মীয় পারিতোষিক; **জ্ঞান-সন্দেশঃ**—যথার্থ জ্ঞানের উপদেশ; **প্রাণায়ামঃ**—যোগ পদ্ধতির শ্বাস নিয়ন্ত্রণ; **পরম্**—পরম; **বলম্**—শক্তি।

অনুবাদ

মানসিক সাম্য এবং সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় সংযম করে বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে আত্মসংযম। সহিষ্ণুতার অর্থ হচ্ছে দুঃখ সহ্য করা, এবং যখন কেউ জিহ্বা এবং উপস্থকে জয় করতে পারে তখনই তাকে বলা হয় সৎ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে অন্যদের উপর আগ্রাসন না করা, এবং কামবাসনা পরিত্যাগ করাকেই প্রকৃত তপস্যা বলে। প্রকৃত বীরত্ব হচ্ছে সাধারণ জড়জীবন উপভোগের প্রবণতাকে জয় করা, এবং বাস্তবতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করা। সত্যবাদিতার অর্থ হচ্ছে সন্তোষজনক ভাবে সত্য কথা বলা, মুনিগণ এইরূপই বলেছেন। পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে সকাম কর্মের প্রতি অনাসক্তি, আবার বৈরাগ্য হচ্ছে সন্ন্যাস জীবন। মানুষের জন্য যথার্থ কাম্য সম্পদ হচ্ছে ধর্মপরায়ণতা এবং পরম পুরুষ ভগবান, আমিই যজ্ঞ। দক্ষিণা হচ্ছে আচার্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত পারমার্থিক উপদেশ অন্যদের প্রদান করা, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হচ্ছে প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে মনুষ্য জীবনে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের জন্য কাম্য গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। *শম* বা "মানসিক সাম্য" হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বুদ্ধিকে নিবিষ্ট করা। কৃষ্ণভাবনাবিহীন শান্তিপরায়ণতা হচ্ছে মনের নিকৃষ্ট এবং অকেজো পর্যায়। *দম* অথবা "শৃঙ্খলা" বলতে বোঝায় প্রথমত নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা। কেউ যদি নিজের ইন্দ্রিয় সংযম না করে, তাঁর সন্তানাদি, শিষ্য অথবা অনুগামীদের শিষ্টাচার পরায়ণ করে গড়ে তুলতে চান, তবে তিনি সকলের নিকট হাস্যাস্পদ

হন। *সহিষ্ণুতা* বলতে বোঝায় অপমানিত হওয়া অথবা অন্যদের দ্বারা অবহেলিত হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য সহকারে সেই দুঃখ সহ্য করা। শাস্ত্রীয় বিধানগুলি পালন করতে গিয়ে সময় সময় আমাদের যে সমস্ত জড় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, এবং তা থেকে উৎপন্ন দুঃখ ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হবে। আমরা যদি অন্যদের দ্বারা অপমান এবং কটূক্তি সহ্য করতে না পারি, আবার অনুমোদিত ধর্মীয় শাস্ত্রবিধি পালন করার জন্য যে সমস্ত অসুবিধা আসবে তাও সহ্য না করি, তবে আমাদের পক্ষে শুধু লোক দেখানোর জন্য প্রচণ্ড গরম, ঠাণ্ডা এবং যন্ত্রণা ইত্যাদি সহ্য করার মতো খামখেয়ালীপনাকে কেবল মূর্খতাই বলা যায়। স্থিরসংকল্পের ব্যাপারে, কেউ যদি তার জিহ্বা এবং উপস্থকে সংযত করতে না পারে, তবে তার অন্য সমস্ত প্রকার স্থির সংকল্পই অনর্থক। প্রকৃত দান হচ্ছে অন্যদের প্রতি সর্বপ্রকার আগ্রাসী মনোভাব ত্যাগ করা। কেউ যদি দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করেন কিন্তু একই সঙ্গে শোষণ মূলক কাজকর্মে অথবা জঘন্য রাজনৈতিক কৌশলে রত থাকেন, তবে তাঁর সেই দানের কোনই মূল্য নেই। *তপস্যা* বলতে বোঝায় কামবাসনা এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন করা এবং একাদশী আদি অনুমোদিত ব্রত পালন করা; তার অর্থ এই নয় যে জড়দেহকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তিনি কিছু খামখেয়ালী পদ্ধতি আবিষ্কার করবেন। প্রকৃত বীরত্ব হচ্ছে আমাদের নিকৃষ্ট স্বভাবকে জয় করা। প্রত্যেকের মধ্যেই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে মেধাবী ব্যক্তি রূপে প্রচার করতে পছন্দ করে। সুতরাং, কেউ যদি রজ এবং তমো গুণজাত নিকৃষ্ট স্বভাবগুলি জয় করতে পারেন, তবে তা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে কৌশলে এবং হিংস্রতার মাধ্যমে জয় করার বীরত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হিংসা এবং বিদ্বেষ ত্যাগ করে প্রতিটি জড়দেহে আত্মার অবস্থিতি উপলব্ধি করার মাধ্যমে সমদর্শী হওয়া যায়। এইরূপ স্বভাব পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করে, তখন ভগবান সেই ভক্তের সমদর্শীতাকে চিরস্থায়ী করতে নিজেকে তার নিকট প্রকাশ করেন। কোন বস্তুর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারলেই তাকে সত্যানুভূতির অন্তিম সিদ্ধান্ত বলা যায় না। আমাদেরকে সমস্ত জীবের এবং সমস্ত পরিস্থিতির প্রকৃত পারমার্থিক সমতা অবশ্যই দর্শন করতে হবে। সত্যবাদিতা বলতে বোঝায়, সত্য কথাটিকেও সন্তোষজনক ভাবে বলতে হবে, যাতে তার দ্বারা কিছু কল্যাণ সাধিত হয়। কেউ যদি সত্যের নাম করে অন্যদের দোষ দর্শনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তবে সাধুব্যক্তিরা সেইরূপ দোষ দর্শনের প্রশংসা করেন না। যথার্থ গুরুদেব এমনভাবে সত্য কথা বলেন যে, অন্যেরা যাতে তা শ্রবণ করে

পারমার্থিক স্তরে উপনীত হতে পারেন, সত্যবাদিতার এই কৌশল আমাদের শেখা উচিত। কেউ যদি জড় বস্তুর প্রতি আসক্ত থাকে, তবে তার দেহ ও মন সর্বদা কলুষিত বলে বুঝতে হবে। শুদ্ধতা বলতে, ঘন ঘন শরীরকে স্নান করানোই নয়, প্রকৃতপক্ষে আমাদের জড়ের প্রতি আসক্তি বর্জন করতে হবে। শুধু জড় বস্তু ত্যাগ নয়, প্রকৃত বৈরাগ্য হচ্ছে, স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের ওপর মিথ্যা আধিপত্য বর্জন করা, প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে ধার্মিক হওয়া। যজ্ঞ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং; তাই যজ্ঞ সম্পাদনকারীকে সফল হতে হলে যজ্ঞের ক্ষণস্থায়ী সমস্ত জড় ফল লাভের বাসনা পরিত্যাগ করে তাঁর চেতনাকে পরমেশ্বর ভগবানে মগ্ন করতে হবে। প্রকৃত দক্ষিণা হচ্ছে, পারমার্থিক জ্ঞান প্রদাতা সাধুর সেবা করা। গুরুদেবের নিকট থেকে লব্ধ পারমার্থিক জ্ঞান অন্যদের মধ্যে বিতরণ করার মাধ্যমে আচার্যকে খুশি করে আমরা তাঁকে পারমার্থিক দক্ষিণা অর্পণ করতে পারি। এইভাবে প্রচারকার্যই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ দক্ষিণা। প্রাণায়াম অভ্যাস করার মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে আমরা খুব সহজেই মনকে সংযত করতে পারি, আর যিনি এইভাবে অস্থির মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত রাখতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন পরম তেজস্বী পুরুষ।

শ্লোক ৪০-৪৫

ভগো ম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ ।
বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্মসু ॥ ৪০ ॥
শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ ॥ ৪১ ॥
মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ ॥ ৪২ ॥
নরকস্তমউন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে ।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে ॥ ৪৩ ॥
দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
এত উদ্ধব তে প্রশ্নাঃ সর্বে সাধু নিরূপিতাঃ ।
কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥

ভগঃ—ঐশ্বর্য; মে—আমার; ঐশ্বরঃ—দিব্য; ভাবঃ—স্বভাব; লাভঃ—লাভ; মৎ-ভক্তিঃ—আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা; উত্তমঃ—পরম; বিদ্যা—শিক্ষা; আত্মনি—আত্মাতে; ভিদা—দ্বন্দ্ব; বাধঃ—দূরীকরণ; জুগুপ্সা—বিরক্ত; হ্রীঃ—সততা; অকর্মসু—পাপকর্মে; শ্রীঃ—সৌন্দর্য; গুণাঃ—সদ্‌গুণাবলী; নৈরপেক্ষ্য—জড় বস্তুর প্রতি অনাসক্তি; আদ্যাঃ—ইত্যাদি; সুখম্—সুখ; দুঃখ—জাগতিক দুঃখ; সুখ—এবং জড়সুখ; অত্যয়ঃ—উত্তীর্ণ হয়ে; দুঃখম্—দুঃখ; কাম—কামের; সুখ—সুখে; অপেক্ষা—ধ্যান করা; পণ্ডিতঃ—পণ্ডিত ব্যক্তি; বন্ধ—বন্ধন থেকে; মোক্ষ—মুক্তি; বিৎ—যিনি জানেন; মূর্খঃ—মূর্খ; দেহ—দেহের দ্বারা; আদি—ইত্যাদি (মন); অহমবুদ্ধিঃ—আমিত্ববুদ্ধি; পন্থাঃ—সত্যপথ; মৎ—আমাতে; নিগমঃ—উপনীত করে; স্মৃতঃ—বোঝা উচিত; উৎপথঃ—ভুলপথ; চিত্ত—চেতনার; বিক্ষেপঃ—বিভ্রান্তি; স্বর্গঃ—স্বর্গ; সত্ত্ব-গুণ—সত্ত্বগুণের; উদয়ঃ—প্রাধান্য; নরকঃ—নরক; তমঃ—তমোগুণের; উন্নাহঃ—প্রাধান্য; বন্ধুঃ—প্রকৃত বন্ধু; গুরুঃ—গুরুদেব; অহম্—আমি; সখে—প্রিয়বন্ধু, উদ্ধব; গৃহম্—নিজগৃহ; শরীরম্—শরীর; মানুষ্যম্—মানুষ; গুণ—সৎগুণের দ্বারা; আঢ্যঃ—ধনী; হি—বস্তুত; আঢ্যঃ—ধনীব্যক্তি; উচ্যতে—বলা হয়; দরিদ্রঃ—দরিদ্র ব্যক্তি; যঃ—যিনি; তু—বস্তুত; অসন্তুষ্টঃ—অসন্তুষ্ট; কৃপণঃ—হতভাগ্য ব্যক্তি; যঃ—যে; অজিত—জয় করেনি; ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়; গুণেষু—জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে; অসক্ত—আসক্ত নয়; ধীঃ—যার বুদ্ধি; ঈশঃ—নিয়ন্ত্রণকারী; গুণ—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি; সঙ্গঃ—আসক্ত; বিপর্যয়—বিপরীত, ক্রীতদাস; এতে—এই সকল; উদ্ধব—প্রিয় উদ্ধব; তে—তোমার; প্রশ্নাঃ—জিজ্ঞাস্য বিষয়; সর্বে—সমস্ত; সাধু—সুষ্ঠুরূপে; নিরূপিতাঃ—বিবৃত; কিম্—মূল্য কি; বর্ণিতেন—বর্ণনা করার; বহুনা—বিস্তারিতভাবে; লক্ষণম্—লক্ষণ; গুণ—সৎগুণের; দোষয়োঃ—অসদ্‌গুণের; গুণ-দোষ—সৎ এবং অসৎ গুণাবলী; দৃশিঃ—দর্শন করা; দোষঃ—দোষ; গুণঃ—প্রকৃত সদগুণ; তু—বস্তুত; উভয়—উভয়ের নিকট থেকে; বর্জিতঃ—ভিন্ন।

অনুবাদ

প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে অসীম মাত্রায় ষড়ৈশ্বর্য প্রদর্শনকারী, পরমেশ্বর ভগবানরূপী আমার নিজের স্বভাব। জীবনের পরম প্রাপ্তি হচ্ছে আমার প্রতি ভক্তিযোগ, এবং প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে জীবের দ্বন্দ্বময় মিথ্যা অনুভূতি বিদূরীত করা। প্রকৃত শালীনতা হচ্ছে অসৎ কার্য থেকে পৃথক থাকা, এবং সৌন্দর্য হচ্ছে, বৈরাগ্যাদি সদ্‌গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া। প্রকৃত সুখ হচ্ছে জড় সুখ এবং দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া, এবং প্রকৃত কষ্ট হচ্ছে যৌন সুখান্বেষণে জড়িয়ে পড়া। বন্ধন মুক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তিই পণ্ডিত, আর যে জড় দেহ আর মনকে নিজের পরিচয় বলে

মনে করে, সেই মূর্খ। আমার নিকট উপনীত হওয়ার পদ্ধতিই প্রকৃত জীবনপথ, আর ইন্দ্রিয়তর্পণ হচ্ছে ভুলপথ, কেননা তার দ্বারা চেতনা বিভ্রান্ত হয়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হচ্ছে প্রকৃত স্বর্গ, এবং তমোগুণের প্রাধান্য হচ্ছে নরক। সারা জগতের গুরুরূপে আচরণ করে আমিই হচ্ছি প্রত্যেকের যথার্থ বন্ধু, এবং মানব দেহই হচ্ছে নিজালয়। প্রিয় সখা উদ্ধব, যে সদ্‌গুণাবলী দ্বারা ভূষিত, তাকেই বলা হয় প্রকৃত ধনী, আর যে জীবনে সন্তুষ্ট নয়, সেই প্রকৃত দরিদ্র। যে নিজের ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে না, সে হতভাগ্য, পক্ষান্তরে যে ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি আসক্ত নন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর। যে নিজেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে যুক্ত রাখে, সে তার বিপরীত, ক্রীতদাস। হে উদ্ধব, এইভাবে তুমি যে সব বিষয়ে প্রশ্ন করেছ তার বিশদ ব্যাখ্যা করলাম। এই সমস্ত ভাল এবং মন্দ গুণাবলীর আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার প্রয়োজন নেই, কেননা সর্বদা ভাল আর মন্দ গুণ দর্শন করাটাই একটি খারাপ গুণ। শ্রেষ্ঠগুণ হচ্ছে জড় ভাল-মন্দ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই অসীম সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, যশ, জ্ঞান, বল এবং বৈরাগ্যাদি, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সুতরাং জীবনের পরম কল্যাণ হচ্ছে, সমস্ত আনন্দের উৎস, ভগবানের ব্যক্তিগত প্রেমময়ী সেবা লাভ করা। প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে সর্বশক্তির উৎস ভগবান থেকে কোন বস্তু ভিন্ন, এই ভুল ধারণা ত্যাগ করা। তদ্রূপ, ভুল করে একক আত্মাকে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন বলে মনে করাও উচিত নয়। কেবল লজ্জিত থাকাই শালীনতা নয়। তাকে আপনা থেকেই পাপকর্মের প্রতি বিরক্ত হয়ে তা থেকে বিরত হতে হবে; তবেই তিনি ভদ্র বা বিনীত। যিনি কৃষ্ণভাবনায় সন্তুষ্ট থেকে, জড় সুখের অন্বেষণ করেন না বা জড় দুঃখ ভোগ করেন না, তিনিই প্রকৃত সুখী। যে যৌনসুখের প্রতি আসক্ত, সে-ই সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য, এবং যিনি এইরূপ জড় বন্ধন থেকে মুক্তির পদ্ধতি অবগত, তিনিই জ্ঞানী। যে ব্যক্তি তার নিত্যকালের সুহৃৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে, নিজের ক্ষণস্থায়ী জড়দেহ, মন, সমাজ, জাতি এবং পরিবার—এই সবকে নিজের বলে মনে করে, সে হচ্ছে মূর্খ। শুধুমাত্র আধুনিক আন্তঃরাজ্য রাজপথ অথবা, আরও সরল সংস্কৃতিতে কর্দম এবং কণ্টকমুক্ত পায়ে চলার পথই প্রকৃত জীবনপথ নয়, তা হচ্ছে সেইপথ, যা আমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপনীত করে। চোর-ডাকাত অধ্যুষিত অথবা অনেক কর সংগ্রহ কেন্দ্র সমন্বিত পথই নয়, যে পথ আমাদেরকে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মহাবিভ্রাটে ফেলে, সেটিই জীবনের ভুলপথ। ইন্দ্রলোকেও রজ এবং তমোগুণ মাঝে মাঝে স্বর্গীয় পরিবেশের বিঘ্ন ঘটায়, তদপেক্ষা যেখানে সত্ত্বগুণ

প্রাধান্য বিস্তার করে সেটিই স্বর্গীয় পরিস্থিতি। নারকীয় লোকগুলিই কেবল নয়, যেখানে তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করে সেটিই নরক। অবশ্য দেবাদিদেব মহাদেবের মত অনুসারে শুদ্ধভক্ত নরকে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে সুখী থাকেন। আমাদের জীবনের প্রকৃত বন্ধু হচ্ছেন যথার্থ গুরুদেব, যিনি আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন। সমস্ত গুরুর মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগদ্ গুরু, অর্থাৎ সারা জগতের গুরু। জড় জীবনে, কোন ইট, সিমেন্ট, পাথর আর কাঠের তৈরি গৃহ অপেক্ষা আমাদের জড়দেহই তাৎক্ষণিক গৃহ। যিনি অসংখ্য সৎগুণাবলীর অধিকারী, তিনিই ধনী ব্যক্তি; ব্যাঙ্কে জমা রাখা বিশাল অর্থের স্নায়ুরোগগ্রস্ত মূর্খ মালিক প্রকৃত ধনী নন। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র, যা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে না, সে যথার্থই হতভাগ্য, তার জীবন দুঃখময়। পক্ষান্তরে, যিনি নিজেকে জড় জীবন থেকে অনাসক্ত রাখেন, তিনিই প্রকৃত প্রভু বা ঈশ্বর। আধুনিক যুগেও ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে আভিজাত্যের কিছু অবশিষ্টাংশ রয়েছে। কিন্তু এই সব তথাকথিত ঈশ্বরেরা প্রায় সময়েই নিকৃষ্ট জীবনের অভ্যাস প্রদর্শন করেন। যিনি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়ে, জড় জীবনকে জয় করেছেন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর। যে ব্যক্তি জড় জীবনে আসক্ত, তিনি নিশ্চয় এখানে বর্ণিত সদ্‌গুণাবলীর বিপরীত গুণগুলি প্রকাশ করবেন, তিনি হচ্ছেন জীবনপথে পিছিয়ে পড়ার প্রতীক। ভগবান তাঁর বিশ্লেষণের উপসংহারে বলেছেন যে, সৎ এবং অসৎ গুণাবলীর ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই। মূলতঃ জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাগতিক ভাল ও মন্দ গুণাবলী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের মুক্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা করা হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা' নামক উনবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবক-বৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।